দৈনিক জনকণ্ঠ

SEP. 23 2002

বিক্ষোভের মুখে পিছু হটলেন ভিসি

# ইবি শিক্ষকদের বাসায় বাসায় পুলিশী তল্লাশি, ঐক্য পরিষদ নেতা গ্রেফতার

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ পদোন্নতি স্থগিত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আন্দোলন চলাকালীন শিক্ষকদের বাসায় বাসায় তল্লাশি, কর্মচারী সমিতির সভাপতিকে গ্রেফতার, ঐক্যপরিষদের আলটিমেটাম নিয়ে রবিবার কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ফুঁসে ওঠে। উপাচার্যের একতরফা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দিনভর ক্যাম্পাসে মিছিল, সমাবেশ ও ভিসির বাসভবন ঘেরাও করেছে আন্দোলনকারীরা। এক পর্যায়ে ঐক্যপরিষদের নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের সাথে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেন পদোন্নতি স্থগিতের নীতিমালার পরিবর্তন নয়, ভিসির পদত্যাগই এখন তাঁদের দাবি। সন্ধ্যায় সর্বশেষ খবরে জানা যায়, ঐক্যপরিষদের বিক্ষোভ চলাকালে

(৭- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

## ইবি শিক্ষকদের বাসায়

(প্রথম পাতার পর)

ভিসির বাসভবনের বাইরে থাকা শিবির কর্মীরা আন্দোলন প্রতিহত করার চেষ্টা করলে উভয় গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এ সময় সমাবেশস্থলে ও ভিসি ভবনের বাইরে তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মসলিম উদ্দিন আন্দোলনকারীদের জানান যে, ভিসি তাঁদের সকল দাবি মেনে নিয়েছেন। রেজিস্ট্রার বিক্ষোভকারীদের থামাতে আলোচনাসভার সিদ্ধান্তে ঐক্যপরিষদের ৯ দফা দাবি মেনে নেয়ার কথা বলেন এবং ঐক্যপরিষদের আহ্বায়ক ড. আশরাফ আলী তা সবাইকে পড়ে শোনান। ৯ দফা দাবির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়সূচী পরিবর্তনের বিষয়টিও ছিল।

এর আগে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মিলিত ঐক্যপরিষদ ৮ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করে ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে কর্মবিরতি পালনের সিদ্ধান্ত নিলেও শনিবার রাতে জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদের আহ্বায়ক ড. আশরাফ আলী, সেক্রেটারি মতিনুর রহমান ও নেতা রইচ উদ্দিনের বাসায় পুলিশী তল্লাশি চালানো হয়। পুলিশ বলেছে, উপাচার্য বাসভবনের পাশে বোমা পুঁতে রাখার সন্দেহে তাঁদের বাসায় তল্লাশি করা হয়েছে। একই রাতে সাধারণ কর্মচারী সমিতির সভাপতি আবদুল মান্নানের বাসায় তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পেশাজীবী পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জামায়াতপন্থী জিয়া পরিষদের মদদে ভিসি আমাদের ওপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও শাপলা ফোরামের শিক্ষক-কর্মকর্তা নেতৃবৃন্দ আশঙ্কা প্রকাশ করেন, ভিসিবিরোধী আন্দোলন প্রতিহত করতে অনৈতিকভাবে তাঁদের ওপরও পুলিশী নির্যাতন চালানো হতে পারে। এদিকে শিক্ষকদের বাসায় তল্লাশি ও আবদুল মান্নানের গ্রেফতার সংবাদ রবিবার ক্যাম্পাসে পৌঁছলে ঐক্যপরিষদ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা ক্লাস ও অফিস বর্জন করে ভিসির বাসভবন ঘেরাও করে তুমুল স্লোগান দিতে থাকে। ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্রশিবির, ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ঐক্যপরিষদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছে। জামায়াত সমর্থিত গ্রীন ফোরামও এ আন্দোলনে শেষ পর্যায়ে একাত্মতা প্রকাশ করে। দিনভর সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিলের কারণে রবিবার অধিকাংশ বিভাগের ক্লাস বন্ধ ছিল। ঐক্যপরিষদের পূর্বনির্ধারিত ৮ দফা দাবির পরিবর্তে তারা সৃষ্ট অস্থিতিশীল পরিবেশ মোকাবিলা করতে নতুন দাবি পেশ করেছে। নীতিমালার পরিবর্তন নয়, ভিসির পদত্যাগই তাদের দাবি। ক্যাম্পাসে বিক্ষোভকারী শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ওপর পুলিশী আচরণের নিন্দা করেছে বিভিন্ন সংগঠন।